আদালতে মামলা ☐ পুস্তকার বিরুদ্ধে নতুন মলাটে পুরোনো বই দেওয়ার অভিযোগ

বই প্রকাশের অনিয়ম তদন্তে দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে নির্দেশ

কাগজ প্রতিবেদক : মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও বাজারজাতকরণে কথিত দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের জন্য মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (সিএমএম) গতকল দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে নির্দেশ দিয়েছে।

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও বাজারজাতকরণে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে এডভোকেট অশোক কুমার ঘোষের দায়ের করা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নির্দেশ দেয়।

এডভেকেট ঘোষ তার দায়ের করা আবেদনে বলেন, বেক্সিমকোর প্রকাশনা সংস্থা পুস্তকা নতুন মলাটে পুরোন পাঠ্যপুস্তক বাজারজাত করছে। তিনি জাতীয় পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধেও পুরোন পাঠ্যপুস্তক বাজারজাতকরণের দায়ে অভিযুক্ত করেন। তিনি বলেন, এই মহলটি চলতি সেশনে বিভিন্ন বইয়ের দোকানের মাধ্যমে ছাত্রদের হাতে ১৯৯৭ সালের পাঠ্যপুস্তক তুলে দিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করছে।

অভিযোগের শুনানিকালে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্নীতি দমন ব্যুরো কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

প্রসঙ্গত, গতবছরে জুলাই মাসে কুমিল্লায় বার্ডে দেড় মাস ব্যাপী কর্মশালার মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড মাধ্যমিক স্তরের মোট ৭৭টি বই বিশেষজ্ঞদের দিয়ে যুক্তিসঙ্গত মূল্যায়ন করে। এখাতে বোর্ডের প্রায় ৪৩ লাখ টাকা খরচ হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত এই বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যরা এসময়ে মাধ্যমিক স্তরের সবগুলো বইয়ে ভাষাগত, ব্যাকরণগত এবং তথ্যগত কিছু সংশোধন করেন। এ সময়ে সরকার ড. আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে আলাদা একটি কমিটি গঠন করে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরের বাংলা, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞানসহ অন্যান্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ সংযোজন করে। এভাবে মাধ্যমিক স্তরের সবগুলো বইয়ে কিছু সংশোধন,

● এরপর - পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

পুস্তকাকে শুধুই একটি মামুলি নোটিশ!

কাগজ প্রতিবেদক : বই কেলেঙ্কারির দায়ে পুস্তকার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে শুধুমাত্র একটি নোটিশ পাঠিয়েছে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। বোর্ড থেকে গতকাল মঙ্গলবার বেক্সিমকোর প্রকাশনা সংস্থা পুস্তকার কাছে পাঠানো এই নোটিশে বিক্রয় আদেশ ছাড়াই বাজারে বই ছাড়ার অভিযোগ করা হয়েছে। নোটিশের অন্যান্য বক্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

● এরপর - পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

বই প্রকাশের অনিয়ম তদন্তে

● প্রথম পাতার পর

সংযোজন ও পরিমার্জন হয় বলে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড জানায়।

বই সংশোধনের পরে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ৭৭টি বইয়ের মধ্যে ৬০টি বইয়ের প্রায় আড়াই কোটি কপি প্রকাশনা ও বাজারজাত করার জন্য দরপত্র আহ্বান করে। এই দরপত্রে পুস্তকা সর্বনিম্ন দর প্রতি হাজার ফর্মায় ৫৪ টাকা উপস্থাপন করে।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড তখন দরপত্রের শর্ত ভঙ্গ করে বিস্ময়করভাবে সবগুলো বইয়ের কাজই সর্বনিম্ন দরদাতা পুস্তকাকে দিয়ে দেয়।

উল্লেখ্য, দরপত্রের শর্তানুযায়ী পুস্তকার সর্বোচ্চ ১০টি বইয়ের বেশি কাজ পাওয়ার কথা নয়। এ নিয়ে তখন পুস্তক ব্যবসায়ীরা প্রবল আপত্তি তোলেন। সবরকমের আপত্তি উপেক্ষা করে দরপত্রের বিভিন্ন শর্ত শিথিল করে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

বেক্সিমকোর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পুস্তকাকে আড়াই কোটি বইয়ের প্রকাশনা ও বাজারজাতকরণের কাজ চূড়ান্তভাবে দিয়ে দেয়।

গত বছরের ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে বইগুলো বাজারজাতকরণের জন্য প্রস্তুত করার কথা থাকলেও পুস্তকা তাতে ব্যর্থ হয়।

গত রোববার ছিল বই সরবরাহের প্রথম পর্যায়। আগামী ২৯ জানুয়ারি এবং ৫ ফেব্রুয়ারি হচ্ছে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে পুস্তকাকে ১ কোটি বই বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করতে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, থেকে নির্দেশও দেওয়া হয়। ঐ নির্দেশপত্রে বলা হয়েছিল বই প্রস্তুত করে বোর্ড কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনপূর্বক বিক্রয় আদেশ দেওয়া হবে। যাচাই-বাছাইয়ের জন্য বোর্ড অফিসে প্রতি হাজারে ১টি করে বই জমা দেওয়ারও শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এর কোনো শর্তই পূরণ না করে লিখিত কোনো আদেশ না নিয়েই বাজারে বই ছাড়া হয়েছে। পুস্তকা ২১ জানুয়ারি তারিখে মাত্র ১০ লাখ বই বাজারে ছাড়ে।